"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার দ্বারা সম্মুখে পড়াশোনা করছো, তোমাদেরকে সৎযযুগের বাদশাহীর যোগ্য হওয়ার জন্য পবিৎর অবশ্যই হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ র্কতবযকে বাচ্চারা তোমরাই জেনে থাকো ?

*উৎতরঃ - তোমরা জানো যে আমাদের বাবা, যেমন বাবাও, টিচারও, সদ্গুরুও । বাবা কল্পের সঙ্গম যুগে আসেন, পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে, এক আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করতে। বাবা এখন আমাদের র্অথাৎ তাঁর বাচ্চাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। এই র্কতবয আমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির র্অথ তো বাচ্চাদেরকে বার বার বোঝানো হয়েছে। ওম্ মানে আমি হলাম আৎমা আর আমার এই হল শরীর। শরীরও বলতে পারে যে এটা হল আমার আৎমা। যেরকম শিব বাবা বলেন যে তোমরা হলে আমার। বাচ্চারা বলে যে বাবা তুমিও আমাদের। সেইরকমই আৎমাও বলে যে আমার শরীর। শরীর বলে - আমার আৎমা। এখন আৎমা জানে যে - আমি হলাম অবিনাশী। আৎমা ছাড়া শরীর কিছুই করতে পারেনা। শরীর তো আছে, বলে - আমার আৎমাকে কষ্ট দিওনা। আমার আৎমা পাপাৎমা বা আমার আৎমা পূ"য আৎমা। তোমরা জানো যে আমার আৎমা সৎযযুগে পূ"য আৎমা ছিল। আৎমা নিজেও বলে যে আমি সৎযযুগে সতোপ্রধান অথবা সৎিযকারের সোনা ছিলাম। এখন সোনা নেই, এটা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। আমাদের আৎমা পবিৎর ছিল, গোল্ডেন এজড্ ছিল। এখন তো বলে যে অপবিৎর হয়ে গেছি। দুনিয়ার মানুষ এটা জানে না। তোমরা তো শ্রীমৎ প্রাপ্ত করছো। তোমরা এখন জানো যে আমাদের আৎমা সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রৎযেক জিনিস এইরকমই হয়ে থাকে। বালক-যুবক-বৃদ্ধ... প্রৎযেক জিনিস নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হয়। দুনিয়াও প্রথমে গোল্ডেন এজড্ র্অথাৎ স্বর্ণযুগ সতোপ্রধান ছিল পুনরায় তমোপ্রধান আয়রন এজড্ র্অথাৎ লৌহযুগ হয়ে গেছে, তবেই তো এত দুঃখী হয়ে পড়েছে। সতোপ্রধান মানে সুসংস্কারী দুনিয়া আর তমোপ্রধান মানে কুসংস্কারী দুনিয়া। গানও আছে যে, কুসংস্কারীকে সুসংস্কারী করতে....পুরানো দুনিয়া কুসংস্কারী হয়ে গেছে, কেননা রাবণ রাজ্য আর সবাই হল পতিত। সৎযযুগে সবাই পবিৎর ছিল, তাকে নতুন নিবিকারী দুনিয়া বলা যায়। এটা হল পুরানো বিকারী দুনিয়া। এখন কলিযুগ হল আয়রন এজড্। এইসব কথা কোনো স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় না। ভগবান এসে পড়ান আর রাজযোগ শেখান। গীতাতে লেখা আছে ভগবানুবাচ - শ্রীমৎ ভগবত গীতা। শ্রীমৎ মানে শ্রেষ্ঠ মত। শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান। তার নাম অ্যাকযুরেট শিব। রুদ্র জয়ন্তি বা রুদ্র রাৎির কখনো শোনা যায় না। শিবরাৎির বলা হয়ে থাকে। শিব তো হলেন নিরাকার। এখন নিরাকারের রাৎির বা জয়ন্তী কিভাবে পালন করা যায়! কৃষ্ণের জয়ন্তী তো ঠিক আছে। অমুকের সন্তান, তার তিথি তারিখ দেখানো হয়। শিবের জন্য তো কেউই জানেনা যে কবে জন্ম নিয়েছিলেন। এটা তো জানতে হবে, তাই না! এখন তোমাদের এই বোধগম্য হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ সৎযযুগের আদিতে কিভাবে জন্ম নিয়েছিলেন। তোমরা বলবে যে তার তো ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। তারাও বলে যে যিশু খ্রীস্টের থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল। ইসলামীদের আগে চন্দ্রবংশী, তার আগে র্সূযবংশী ছিল। শাস্ত্রতে সৎযযুগের আয়ু লকষ বছর দিয়ে দিয়েছে। গীতা হলো মুখ্য। গীতার দ্বারাই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছে। সেটা সৎযযুগ ৎেরতা র্পযন্ত চলবে র্অথাৎ গীতা শাস্ত্রের দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা, পরম পিতা পরমাৎমা করেছেন। তারপর তো অর্ধেক কল্প না কোনও শাস্ত্র থাকবে, না কোন র্ধম স্থাপক আসবে। বাবা এসে বরাহমণদেরকে দেবতা, কষত্রিয় বানাচ্ছেন র্অথাৎ বাবা তিনটি র্ধম স্থাপন করেন। এটা হলো লিপ র্ধম বা অধির্ধম। এর আয়ু অল্প হয়। তো র্সবশাস্ত্রের শিরোমনি গীতা ভগবান গেয়েছেন। বাবা পুর্নজন্মে আসেন না। জন্ম হয়, কিন্তু বাবা বলেন যে, আমি র্গভে আসি না। আমার পালনা হয়না। সৎযযুগেও যে বাচ্চারা হয়, তারা র্গভ মহলে থাকে। রাবণ রাজ্যে র্গভ জেলে আসতে হয়। পাপ, জেলে ভোগ করতে হয়। র্গভে প্রতিজ্ঞা করে যে, আমি পাপ করব না, কিন্তু এটা হলই পাপাৎমাদের দুনিয়া। বাইরে বেরিয়ে পুনরায় পাপ করতে শুরু করে দেয়। সেখানকার কথা সেখানেই থেকে যায়। এখানেও অনেকে প্রতিজ্ঞা করে, আমি আর পাপ করবো না। এক পরস্পরের উপর কাম কাটারি চালাবো না, কেননা এই বিকার আদি-মধয-অন্ত দুঃখ দেয়। সৎযযুগে বিষ হয় না। তাই মানুষ আদি-মধয-অন্ত ২১ জন্ম দুঃখ ভোগ করে না কেননা সেটা হল রামরাজ্য। তার স্থাপনা এখন বাবা পুনরায় করছেন। সঙ্গমেই স্থাপনা হবে তাই না! যারা যারা র্ধম স্থাপন করতে আসেন তারা কোনও পাপ র্কম করেন না। অর্ধেক সময় পূ"যাৎমা থাকে পুনরায় অর্ধেক সময় পর পাপাৎমা হয়ে যায়। তোমরা সৎয যুগ ৎেরতাতে পুণ্যাৎমা ছিলে, পুনরায় পাপাৎমা হয়ে যাও। সতোপ্রধান আৎমা যখন উপর থেকে আসে তখন সে শাস্তি ভোগ করে না। যীশু খ্রীষ্টের আৎমা র্ধম স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাঁর কোনো শাস্তি হতে পারে না। বলা হয় যে - যিশু খ্রীস্টকে করসের উপর ঝোলানো হয়েছে কিন্তু তাঁর আৎমা কোনও বির্কম ইৎযাদি করেনইনি। তিনি যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন তার দুঃখ হয়েছিল। সে সহয করেছিল। যেরকম এঁনার মধেয বাবা আসেন, তিনি তো হলেনই সতোপ্রধান। দুঃখ কষ্ট এঁনার আৎমার হয়, শিব বাবার হয়না। তিনি তো র্সবদাই সুখ শান্তিতে থাকেন। চির সতোপ্রধান থাকেন। কিন্তু আসেন তো এই পুরানো শরীরেই তাইনা! যেরকম যিশু খ্রীস্টের আৎমা

যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন সেই শরীরের দুঃখ হতে পারে, যিশু খ্রীস্টের আৎমা দুঃখ ভোগ করেনি, কেননা সতো, রজো, তমোতে আসতে হয়। নতুন নতুন আৎমারাও তো আসে তাই না! তাদেরকে প্রথমে অবশ্যই সুখ ভোগ করতে হবে, দুঃখ ভোগ করবে না। ল' তা বলে না। এঁনার মধ্যে বাবা বসে আছেন, কোনো কিছু কষ্ট হলে এঁনার (দাদার) হয়, নাকি শিব বাবার হয়! কিন্তু এই সব কথা তোমরাই জানতে পারো আর কেউ জানতে পারে না।

এইসব রহস্য এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এই সহজ রাজযোগের দ্বারাই স্থাপনা হয়েছিল পুনরায় ভকিত মার্গে এই কথাই গাওয়া হয়ে থাকে। এই সঙ্গমযুগে যা কিছু হয়, সেটাই গাওয়া হয়ে থাকে। ভকিতর্মাগ শুরু হয় তো পুনরায় শিব বাবার পূজা হয়। প্রথম প্রথম ভকিত কারা করেন, লকষ্মী-নারায়ণ যখন রাজ্য করেছিলেন তখন পূজ্য ছিলেন, পুনরায় বাম মার্গে এলে তখন আবার পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যান। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা তোমাদেরকে প্রথম প্রথম বুদ্ধিতে এটাই আনতে হবে যে - নিরাকার পরম পিতা পরমাৎমা এই শরীর দ্বারা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বে এইরকম আর কোনও জায়গায় হতে পারে না, যেখানে এইরকমভাবে বোঝানো হয়। বাবা-ই এসে ভারতকে পুনরায় স্বর্গের উৎতরাধিকার প্রদান করেন। ত্রিমূর্তির নিচে লেখা আছে - ''ঈশ্বর পিতার থেকে প্রাপ্ত সর্াবভৌম দৈবী সাম্রাজ্য তোমার জন্মসিদ্ধ অধিকার।'' শিব বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহীর উৎতরাধিকার প্রদান করছেন, যোগ্য বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে যোগ্য বানাচ্ছেন, আমরা পতিত ছিলাম, তাই না! পবিৎর হয়ে গেলে পুনরায় এই শরীরই আর থাকবেনা। রাবণের দ্বারা আমরা পতিত হয়ে ছিলাম পুনরায় পরমপিতা পরমাৎমা পবিৎর বানিয়ে পবিৎর দুনিয়ার মালিক বানাচ্ছেন। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন। এই নিরাকার বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। সবাই তো একসাথে পড়তে পারবে না। সম্মুখে তোমরা অল্প কয়েকজনই বসে আছো বাকি সব বাচ্চারা জানে যে - এখন শিববাবা বরহমা শরীরে বসে সৃষ্টির আদি-মধয-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সেটা লিখিত মুরলীর আকারে আসবে। অন্যান্য সৎসঙ্গো এই রকম থোড়াই বুঝতে পারবে! আজকাল টেপ রের্কডার মেশিনও বেরিয়ে গেছে, এইজন্য রের্কড করে পাঠিয়ে দেয়। তারা বলবে যে অমুক নামের গুরু শোনাচ্ছেন, বুদ্ধিতে মানুষই থাকে। এখানে তো সেরকম কিছু কথা নেই। এখানে তো নিরাকার বাবা হলেন নলেজফুল। মানুষকে নলেজ ফুল বলা যায়না। মানুষ গান গায় - গডফাদার ইজ নলেজফুল, পিসফুল, বিলসফুল, তো তার উৎতরাধিকারী তো চাই, তাই না! তাঁর মধ্যে যা গুণ আছে সেগুলো বাচ্চাদেরও প্রাপ্ত হওয়া দরকার, এখন সেসব প্রাপ্ত হচ্ছে। গুণগুলিকে ধারণ করে আমরা এইরকম লকষ্মী-নারায়ণ তৈরি হচ্ছি। সবাই তো রাজা রানী হবেনা। গাওয়া হয় যে - রাজা রানী মন্ত্রী... সেখানে মন্ত্রীও থাকবেনা। মহারাজা-মহারানীর মধ্যে শকিত থাকে। যখন বিকারী হয়ে যায় তখন মন্ত্রী ইৎযাদির প্রয়োজন হয়। আগে মন্ত্রী ইৎযাদিও ছিল না। সেখানে তো এক রাজা রানীর রাজ্য চলতো। তাদের মন্ত্রীর কি প্রয়োজন, রায় নেওয়ার দরকারই নেই, যখন সে নিজেই মালিক। এই হল ইতিহাস-ভূগোল। কিন্তু প্রথম প্রথম তো উঠতে-বসতে এটাই বুদ্ধিতে আনতে হবে যে, আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন, যোগ শেখাচ্ছেন। স্মরণের যাৎরায় থাকতে হবে। এখন নাটক সর্ম্পূণ হচ্ছে, আমরা একদম পতিত হয়ে গিয়েছিলাম কেননা বিকারে চলে গিয়েছিলাম এই জন্য পাপাৎমা বলা হয়ে থাকে। সৎযযুগে পাপাৎমা হয় না। সেখানে সবাই হল পূন্য আৎমা। সেখানে হল প্রারবধ, যার জন্য তোমরা এখন পুরুর্ষাথ করছ। তোমাদের হল স্মরণের যাৎরা, যাকে ভারতের যোগ বলা হয়। কিন্তু র্অথ তো কিছুই বোঝে না, যোগ র্অথাৎ স্মরণ। যার দ্বারা বির্কম বিনাশ হয়। পুনরায় এই শরীর ছেড়ে ঘরে চলে যাবে, তাকে সুইট হোম বলা হয়। আৎমা বলে যে আমরা সেই শান্তিধামের অধিবাসী। আমরা সেখান থেকে অশরীরী এসেছিলাম। এখানে র্পাট অভিনয় করার জন্য শরীর গ্রহণ করেছি। এটাও বোঝানো হয় যে মায়া - ৫ বিকারকে বলা যায়। এই হলো পাঁচ ভূত। কাম এর ভূত, কেরাধের ভূত, নম্বর ওয়ান হলো দেহ অভিমানের ভূত।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - সৎযযুগে এই বিকার হয় না, তাকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা যায়। বিকারী দুনিয়াকে নির্বিকারী বানানো, এটাতো বাবারই কাজ। তাঁকেই র্সবশকিতমান জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন বলা যায়। এই সময়ে সবাই ভরষ্টাচারের দ্বারা জন্ম নেয়। সৎযযুগেই হল নির্বিকারী দুনিয়া। বাবা বলেন যে এখন তোমাদেরকে বিকারী থেকে নির্বিকারী হতে হবে। বলে যে, এটা ছাড়া বাচ্চা কিভাবে জন্ম হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এখন এই হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। মৃৎযুলোকই শেষ হয়ে যাবে, তারপর তো বিকারী মানুষই আর থাকবে না, এইজন্য বাবার কাছে পবিৎর হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বলে যে, বাবা আমরা আপনার থেকে উৎতরাধিকার অবশ্যই গ্রহণ করব। তারা মিথযা প্রতিজ্ঞা করে। ভগবান, যাঁর জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাঁকে তো জানেই না। তিনি কখন কিভাবে আসেন, তাঁর নাম রূপ দেশ কাল কি, কিছুই জানেনা। বাবা এসে নিজের পরিচয় দেন। এখন তোমাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। দুনিয়াতে কেউই গড্ ফাদারকে জানেনা। আহবানও করে, পুজাও করে কিন্তু র্কতবযকে জানেনা। এখন তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাৎমা হলেন আমাদের বাবা - টিচার এবং সদ্গুরু। এটা, বাবা নিজেই পরিচয় দিয়েছেন যে - আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমি এই শরীরে প্রবেশ করেছি। প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা স্থাপনা হয়। কিসের? বরাহমণদের। পুনরায় তোমরা বরাহমণেরা পড়াশোনা করে দেবতা হও। আমি এসে তোমাদেরকে শূদ্র থেকে বরাহমণ বানাই। বাবা বলেন - আমি আসিই কল্পের সঙ্গম যুগে। কল্প ৫ হাজার বছরের হয়। এই সৃষ্টিচকর তো ঘুরতেই থাকে। আমি আসি পুরানো দুনিয়াকে নতুন তৈরী করতে। পুরানো ধর্মের বিনাশ করতে, পুনরায় আমি আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। বাচ্চাদেরকে পড়াই। পুনরায় তোমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। দেবতা তো র্সূযবংশী, চন্দ্রবংশী। প্রজা সবাই হবে। তবে পুরুর্ষাথ অনুসারেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এখন যে যত বেশী পুরুর্ষাথ করবে সেটাই কল্প কল্প চলতে থাকবে। বুঝতে পারে প্রতি কল্পে এইরকম পুরুর্ষাথ

করলে, এইরকমই পদ গিয়ে প্রাপ্ত করবে। এটা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমাদেরকে নিরাকার ভগবান পড়াচ্ছেন। তাঁকে স্মরণ করলেই বির্কম বিনাশ হবে। স্মরণ করা ছাড়া কোনো বির্কম বিনাশ হতে পারেনা। মানুষের এটাও জানা নেই যে, আমরা কত জন্ম নিয়েছি। শাস্ত্রের গল্প কথা বলে দিয়েছে - ৮৪ লকষ জন্ম। এখন তোমরা জানো যে ৮৪ বার জন্ম হয়। এটা হল অন্তিম জন্ম, পুনরায় আমাদেরকে স্বর্গে যেতে হবে। প্রথমে মুলবতনে গিয়ে পুনরায় স্বর্গে আসবো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমাদের পিতা ওঁনার আৎমা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কাছে পবিৎর হওয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তার উপর পাকা থাকতে হবে। কাম, কেরাধ ইৎযাদি ভূতের উপর অবশ্যই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে।

২) চলতে-ফিরতে সব কাজর্কম করতে করতে শিকষক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন নাটক সর্ম্পূণ হচ্ছে, এই জন্য এই অন্তিম জন্মে পবিৎর অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ- এক লগন, এক ভরসা, একরস অবস্থার দ্বারা র্সবদা নির্বিঘন থেকে নিবারণ স্বরূপ ভব

র্সবদা এক বাবার লগন, বাবার র্কতবেযর লগনে এমন মগ্ন থাকো যে সংসারে কোনও বস্তু বা বযকিত থাকলেও - সেটা অনুভবই হবে না। এইরকম এক লগন, এক ভরসাতে, একরস অবস্থাতে যে থাকে সেই বাচ্চা র্সবদা নির্বিঘন হয়ে উন্নতি কলার অনুভব করে। সে, কারণকে পরির্বতন করে নিবারণ রূপ বানিয়ে দেয়। কারণকে দেখে র্দুবল না হয়ে নিবারণ স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- অশরীরী হওয়া হলো ওয়যারলেস সেট (তারবিহীন যন্ত্র), নির্বিকারী হওয়া হল ওয়যারলেস সেটের সেটিং।